15 তম অর্থ কমিশন: সদস্য, সুপারিশ, গুরুত্ব, উদ্বেগ

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (XV- FC বা 15- FC) একটি সাংবিধানিক সংস্থা যা নভেম্বর 2017 সালে এনকে সিংয়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ 2021-22 সাল থেকে 2025-26 সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের মেয়াদ পর্যন্ত বজায় থাকবে।

সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদের অধীনে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পাঁচ বছর বা তার আগে একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে হবে। 15 তম অর্থ কমিশনের (চেয়ারম্যান: মি. এন. কে. সিং) দুটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়েছিল। 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য সুপারিশ সমন্বিত প্রথম প্রতিবেদনটি 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদে পেশ করা হয়েছিল। 2021-26 সময়ের জন্য সুপারিশ সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি 1 ফেব্রুয়ারি, 2021 তারিখে সংসদে পেশ করা হয়েছিল।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মূল সুপারিশগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, যা আসন্ন সকল WBCS পরীক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক।

অর্থ কমিশন কি?

অর্থ কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা যা সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং বর্তমান প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে করের আয় বিতরণের পদ্ধতি এবং সূত্র নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পাঁচ বছর বা তার আগে একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে হবে।

15 তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি 2021-22 থেকে 2025-26 সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের সময়কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং বিজেপির একজন সিনিয়র সদস্য এন কে সিং এর নেতৃত্বে রয়েছেন।

অর্থ কমিশন 1 লা এপ্রিল 2020 থেকে শুরু করে পাঁচটি অর্থবছরের জন্য কর এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলির হস্তান্তরের পাশাপাশি সুপারিশ করার জন্য গঠন করা হয়েছিল। কমিশনের প্রধান কাজগুলি ছিল "সমবায় ফেডারেলিজমকে শক্তিশালী করা, সরকারী ব্যয়ের মান উন্নত করা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়তা করা। " 15 তম অর্থ কমিশন পরিকল্পনা কমিশনের বিলুপ্তির (পরিকল্পনা এবং অ-পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য) এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রবর্তনের পটভূমিতে গঠিত হয়েছিল, যা ফেডারেল আর্থিক সম্পর্ককে মৌলিকভাবে পুনর্নির্ধারিত করেছে।

15তম অর্থ কমিশনের সদস্যরা

কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন নন্দ কিশোর সিং, যিনি মার্চ 2014 সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) একজন সিনিয়র সদস্য, এছাড়াও পূর্ণ-সময়ের সদস্য হলেন অজয় নারায়ণ ঝা, অশোক লাহিড়ী এবং অনুপ সিং। এছাড়া রমেশ চন্দের মতো কমিশনে একজন পার্ট টাইম সদস্যও রয়েছেন। শক্তিকান্ত দাস 2017 সালের নভেম্বর থেকে 2018 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কমিশনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

15তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ

15 তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

এই সুপারিশগুলি 6 বছরের জন্য অর্থাৎ 2021 থেকে 2026 বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

- রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আয়করের বন্টন 15তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে একটি।
- অর্থনীতিতে জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) এর প্রভাব মূল্যায়ন করা।
- রাজ্য সরকারের জন্য কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক ইনসেনটিভ প্রদান। ইনসেনটিভগুলি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত এবং ব্যবসা এবং এর বাকি অংশকে সহজ করার জন্য প্রচার করা উচিত।
- রাজস্ব ঘাটতি অনুদান, স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অনুদান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুদান ইত্যাদি রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হবে। কমিশন নির্দিষ্ট সেক্টর-এবং কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক অনুদানের জন্য একটি কাঠামোরও প্রস্তাব করেছে।

উল্লম্ব এবং অনুভূমিক হস্তান্তরের মধ্যে পার্থক্য

ভারতীয় সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রতিটি অর্থ কমিশনকে অবশ্যই ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে করের নেট আয় ভাগাভাগি করার বিষয়ে পরামর্শ এবং সুপারিশ করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্র সরকারের কর হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি

উল্লম্ব হস্তান্তর হিসাবে পরিচিত এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কর হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি অনুভূমিক হস্তান্তর হিসাবে পরিচিত।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে উল্লম্ব হস্তান্তর

উল্লম্ব হস্তান্তরের মূল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্টগুলির মধ্যে রয়েছে:

- পঞ্চদশ অর্থ কমিশন 41 শতাংশ হারে উল্লম্ব হস্তান্তর বজায় রাখার সুপারিশ করেছে।
- চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অনুরূপ, এটি বিভাজ্য পুলের 42% স্তরে রয়েছে।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিবর্তিত অবস্থার প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কারণে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ যা এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে অনুভূমিক হস্তান্তর

অনুভূমিক হস্তান্তরের জন্য, কমিশন নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি দিয়েছে:

- আয় দূরত্ব - 45%
- এলাকা - 15%
- জনসংখ্যা - 15%
- ডেমোগ্রাফিক পারফরমেন্স - 12.5%
- অরণ্য ও বাস্তুসংস্থান - 10%
- কর ও আর্থিক প্রচেষ্টা - 2.5%

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের গুরুত্ব

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক সংস্কার করা হচ্ছিল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

- কনসেপ্ট দ্য কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম: অর্থ কমিশন এই প্রতিবেদনটি বের করার জন্য সরকারের সমস্ত স্তরের সাথে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। এটি সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের নীতির বিকাশে সহায়তা করেছে।
- আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রচার করে: অর্থ কমিশন একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে যা জনসাধারণের ব্যয়ের মান উন্নত করার জন্য নীতিগুলি প্রচার করে। বিভিন্ন স্তরে এমনভাবে পরামর্শগুলি দেওয়া হয়েছে যা দেশে আর্থিক স্থিতিশীলতাকে উন্নীত করে।
- পণ্য ও পরিষেবা কর সংস্কারের বাস্তবায়ন: অর্থ কমিশন অনেক কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক ইনসেনটিভ নিয়ে এসেছে যা পরোক্ষ করকে সম্প্রসারিত ও গভীর করতে সহায়তা করেছে। কয়েক বছর ধরে, জিএসটি থেকে রাজস্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন নিয়ে উদ্বেগ

নীচে উল্লিখিত পয়েন্টগুলি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের উদ্বেগগুলি বিশ্লেষণ করে।

- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের জন্য যে পদগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা সমবায় কেন্দ্রের স্পিরিট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের জন্য 2011 সালের

আদমশুমারির ব্যবহার সবচেয়ে গুরুতর বিষয়। বর্তমানে 1971 সালের আদমশুমারি ব্যবহার করা হয়।

- সবচেয়ে সাম্প্রতিক উপলব্ধ আদমশুমারির ডেটা ব্যবহার করা অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত বিষয়। এর প্রস্তাব সামাজিক-রাজনৈতিক ফ্রন্টে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। এর মূল কারণ হল যে এটি কয়েক দশক ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকারী রাজ্যগুলির জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করবে।
- নিম্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিম্ন উর্বরতার হারের সাথে সরাসরি জড়িত। এটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষা এবং উন্নয়নের ফলাফল। এটা থেকে স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, যে রাজ্যগুলি দ্রুত বিকাশ সাধন করেছে তাদের উন্নয়নই হলো তাদের এই সাফল্যের মাপকাঠি।

উত্তর বনাম দক্ষিণ বিতর্ক

আগের কমিশনগুলির বিপরীতে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তার রিপোর্ট তৈরি করতে 2011 সালের আদমশুমারির ডেটা ব্যবহার করেছিল। এটি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির অনেক রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, অসামরিক কর্মচারী এবং বিচারকদের অসন্তুষ্ট করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রগতিশীল পরিমাপের কারণে ইউনিয়নের ট্যাক্স রাজস্বের দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির অংশকে হ্রাস করবে। উত্তরের রাজ্যগুলি এর বিপরীত মতটি গ্রহণ করেছিল।

গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক রাজ্যই কেন্দ্রকে যা দিয়েছে তার তুলনায় অনেক কম কর পেয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন কবে গঠিত হয়?

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন 2017সালের 27 শে নভেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের বিলোপ (পরিকল্পনা এবং অ-পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হিসাবেও) এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রবর্তনের পটভূমিতে গঠিত হয়েছিল, যা মূলত ফেডারেল আর্থিক সম্পর্ককে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে।

প্রথম অর্থ কমিশন কবে গঠিত হয়?

1951 সালে প্রথম অর্থ কমিশন গঠন করা হয় এবং এ পর্যন্ত 15টি কমিশন গঠিত হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

অর্থ কমিশন কি?

অর্থ কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা যা ফেডারেল অর্থের অবস্থা বিবেচনা করে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব প্রবাহকে ভাগ করার সুপারিশ করে। এটি সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে, রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি কী কী?

byjusexamprep.com

কমিশনের পর্য্যবেক্ষণ অনুযায়ী কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতির জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রের মোট দায় 2020-21-এর 62.9% থেকে 2025-26-এ 56.6% থেকে হ্রাস পাবে, এবং রাজ্যগুলি মোট 2020-21 সালে জিডিপির 33.1% থেকে 2025-26 সালের মধ্যে 32.5% এ পৌঁছেছে।

byjusexamprep.com